০৬-০৭-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের প্রকৃত তীর্থ - শান্তিধাম আর সুখধাম। রুহানী পাণ্ডা এসেছেন তোমাদেরকে সত্যিকারের তীর্থ করাতে। অতএব তোমরা কেবলমাত্র তোমাদের রাজত্ব আর ঘরকেই স্মরণ করতে থাকো।

প্রশ্নঃ- তোমাদের কোন্ পুরুষার্থের প্রচেষ্টাকে কেবল বাবা বুঝতে পারেন ? আর তাকে অনায়াসে করার কি এমন যুক্তি দেন তিনি ?

উত্তর :- যেহেতু বাবা জানেন যে অর্দ্ধ-কল্প ধরে ভক্তি মার্গে বাচ্চারা ভ্রমিত হয়ে এদিক-ওদিক অনেক ধাক্কা খেয়েছে, অনেক পরিশ্রম করেও অল্প-কালের বিনাশী কিছু প্রাপ্তি লাভ হয়েছে। কিন্তু তাতে তারা কেবল গভীর জঙ্গলে দিগভ্রান্তই হয়েছে। বিকার রূপী ডাকাত তাদের সবকিছুই লুটে নিয়েছে। তাই বাবা এসে এই পরিশ্রম লাঘবের যুক্তি জানাচ্ছেন, তা হলো - বাচ্চারা কেবলমাত্র আমার স্মরণেই থাকো আর আমার সাথেই প্রকৃত বাগদানে আবদ্ধ হও। এই অলোকিক বাগদানেই কেবল অলৌকিক মজাও আছে। দেহ-অভিমানরূপী ভয়ঙ্কর ডাকাতের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য, নিজেকে দেহ-বিহীন আত্মা মনে কর।

গীত :- ওঁম্ নমঃ শিবায়ঃ .....।

ওঁম্ শান্তি! গীতের এইসব রেকর্ডগুলি বাচ্চাদের মনে উদ্দ্যম উৎসাহ জাগাতে খুবই সহায়ক। তাই বাবা বলছেন- নিজেদের প্রয়োজনে যেমন তোমরা ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র কিনে থাকো, তেমনি ৫-৭টা গানের রেকর্ডও রাখো ঘরে। যখন তোমাদের সন্তান-সন্ততিরাও তা শুনবে, তাদের মজ্জাতেও তা নেশার মতন আসক্ত হয়ে যাবে। যেহেতু যত মহিমা তা তো কেবল এই একজন বাবার। অথচ, জগতের লোকেরা তাকেই জানে না। তারা কেবল দেহধারী মানুষদের কতই না মহিমা করে। বিদেশী কেউ এলে, সবাই দল বেঁধে দেখতেও যায় তাকে। আর এই বাবাকে চেনে কেবল তার বাচ্চারাই। একমাত্র এই এক বাবা, যিনি তোমাদেরকে পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যান। পতিত দুনিয়া যা কেবল বিষ তুল্য বিষয় সাগরের দুনিয়া আর পবিত্র দুনিয়া তো ক্ষীরের সাগরের। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তাই তো তোমাদের এই নিশ্চয়তা আছে, তোমরা এখন ওনারই শ্রীমত পাচ্ছো-যার দ্বারা তোমরা আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন হচ্ছো, এই রুহানী পান্ডার সাহায্যে। দেহধারী পান্ডারা তো জাগতিক তীর্থযাত্রা করাতে পারে। মানুষেরা কত যজ্ঞ-তীর্থ ইত্যাদি, এতদিন ধরে তো করেই আসছে, কিন্তু তাতে তাদের কোনও লাভ হয়নি। কিন্তু, এই জ্ঞান তোমাদের মনের বুদ্ধিতে থাকলে, খুশীতে থাকতে পারবে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে কতই তো তীর্থ করেছো, কিন্তু প্রকৃত তীর্থ তো একটা বা দুটো- যা করাতে পারেন একমাত্র এই বাবা। মানুষেরা তো ভাবে, যজ্ঞ, তপস্যা, তীর্থ করলেই ভগবানকে পাওয়া যাবে। আচ্ছা উনি তবে কোথায় নিয়ে যাবেন ? উনি অবশ্যই তার নিজের ঘরেই নিয়ে যাবেন। বাস্তবে প্রকৃত তীর্থস্থান হচ্ছে সুখধাম আর শান্তিধাম। বাচ্চারা, তোমাদের মনের বুদ্ধিতে সর্বদাই সেই প্রকৃত তীর্থস্থানকেই স্মরণ করতে হবে। একেই বলে মনমনা ভব! তোমরা তো জেনেছো, তোমারা যে যাত্রা করো তা তীর্থ-যাত্রাই। বাবা তো বার বার তাই বলেন, কেবল নিজেদের প্রকৃত ঘর আর নিজেদের রাজ্যকেই স্মরণ করতে থাকবে। সেই রাজ্য অর্থাৎ স্বর্গের রচয়িতা কেবল মাত্র এই বাবা। তাই তো ওনাকে স্বর্গীয় গড-ফাদার বলা হয়। আর

এই কারণেই এখানে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে, স্বর্গীয় গড-ফাদারের সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? আর যদি অন্য মানুষদের প্রশ্ন করো, গড-ফাদারকে কি চেনো তোমরা ? তৎক্ষণাৎ উত্তরে জানাবে- সর্বব্যাপীই তো উঁনি। অতএব, এ বিষয়ে বোঝাবার জন্য, খুব সহজ-সরল যুক্তি ভাবতে হবে তোমাদের। কত প্রকারের কষ্টই তো তোমরা দেখেছো, অর্দ্ধকল্প ৬৩ জন্ম আসুরী মতে চলে। ভাল কিছু পাবার লক্ষ্য থাকলে তবেই তো পুরুষার্থ করা যায়। এখন অবশ্য তোমরা জানতে পেরেছো, এখনও সেই উত্তরণের উৎকর্ষতার (চড়তীকলা) সময় আসেনি, যা ক্রমেই নিম্নগামী (উতরতীকলা)। তাই তো এখনও এদিক-ওদিক কেবলই কপাল ঠুকে যাচ্ছে সবাই। সত্যি, ভক্তি-মার্গ কত কষ্টের। লোকেরা এর দরজায়, ওর দরজায় কেবল ভ্রমিত হতেই থাকে। বাবা তা জানেন, বাচ্চারা কত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে আসছে এতদিন ধরে। অনেক সহ্য করতে হয়েছে তাদের। ৬৩ জন্ম ধরে অনেক ধাক্কাও খেতে হয়েছে। তাই তো জগতের সন্ন্যাসীরাও বলে যে, বর্তমানের এই দুনিয়ার সুখ যেন কাক-বিষ্টা (মল) সম। তোমাদের পরিশ্রমের ফল যেটা তোমরা এখন পাচ্ছো, তা তো অল্প সময়ের অতি সামান্য। যেমন সাক্ষ্যাৎকার হলে কিছু আনন্দ পাওয়া যায়। তাই বাবা এখন জানাচ্ছেন, বাচ্চারা তোমরা ঠোকর-ধাক্কা তো অনেক খেয়েছো, যা খেতে খেতে একেবারে গভীর জঙ্গলে দিগভ্রান্ত হয়ে আটকে পড়েছো। জঙ্গল তো ডাকাতদের জন্য। এই জঙ্গল-রাজ্যে ডাকাতেরা তোমাকে কেবল লুটতেই থাকবে। যার প্রথম লক্ষ্যণ-দেহ-অভিমান ভাবে আসা। এর সহযোগীরা (৫ বিকার) সবাই বড় বড় ডাকাত। এই প্রধান ডাকাতের কারণেই আদি-মধ্য-অন্ত কেবল দুঃখই ভুগতে হয়। যা কারও জানা নেই। কিন্তু তোমরা জানো তস কত ভয়ঙ্কর ৫ বিকারের ডাকাত। অথচ, জগতের মানুষেরা এই ডাকাতিকে আবশ্যিক মনে করে। আর বাবা বলেন, একবার তো ভাবো, এই ডাকাতেরা তোমাদের কি ভীষণ দুর্দশা করেছে। একে অন্যের প্রতি কাম-কাটারী (লালসা) চালাতেই ব্যস্ত থাকে। যদিও এতে তাদের খরচও হয় যথেষ্ট। তাদের আত্মারা ধাক্কা সইতে সইতে কি নিদারুণ অবস্থায় পৌঁছেছে এখন! এসব অলৌকিক জগতের কথা। হ্যাঁ, যেমন ধরো আজ কারও বাচ্চার জন্ম হলে সে খুব খুশী হলো, কিন্তু কাল যদি বাচ্চার মৃত্যু ঘটে, তখন তো সে কাঁদতে বসবে। দুনিয়ার কি হাল- তা এবার বোঝো। তোমরা তো এখন জানতে পেরেছো, বাবা এসেছেন। উঁনিই প্রকৃত সদগুরু। জগৎ সংসারের গুরুরা তো অনেক প্রকারের হয়। তারা কত প্রকারের রাস্তাও দেখায়- বলে জপ করো, তপস্যা করো, দান-পূণ্য ইত্যাদি করো, তবেই তো ঈশ্বর প্রাপ্তি হবে। ফলে এসবে খরচও হয় বিস্তর। কিন্তু এখানে তো কোনও খরচই নেই। বাবা বলেন, কেবল বাবাকে স্মরণ করতে। যা প্রকৃত অর্থে অলৌকিক বাগদান। যেমন কন্যাদের বাগদানের সময়, তারা তো এও জানে না যে, কার সাথে তার বাগদান হচ্ছে। তাদেরকে কেবল এটুকুই জানানো হয় ভগবানেই তাদের পতি পরমেশ্বর। যিনি অবশ্যই আসবেন। অথচ, তারা তাকে জানেও না। জগতের যা কিছু সেসব তো জাগতিক রীতি-নীতি। কিন্তু এখানে তো অলৌকিক রীতি-নীতির বাগদান- যা খুবই মজার। বাবা আরও জানাচ্ছেন যে, উনি যে শ্রীমৎ দেন, সেই অনুসারেই চলতে হবে। তোমরা জেনেছো প্রতি কল্পেই এই শ্রীমৎ পেয়েই ভারত শ্রেষ্ঠ হয়। তাই ভারতকেই স্বর্গ-রাজ্য বলা হয়। বুদ্ধিমান হলে সে বুঝতে পারবে চিরকালই এভাবে ভারত স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। এই ভারতেই তখন দেব-দেবীদের রাজত্ব ছিল। তোমরা অন্যদেরও তা বোঝাতে পারো, এই ভারত যখন স্বর্গ-রাজ্য ছিল, তখন অন্যদের উপস্থিতি ছিল না সেখানে। দেব-দেবী ভিন্ন অন্য কোনও জাতিও ছিল না তখন। যেহেতু তা দেব-দেবীদের স্বর্গ-রাজ্য ছিল। কৃষ্ণকে কখনও প্রভু, কখনও ঈশ্বর বলা হয়। সে যাই হোক, কৃষ্ণেরই সর্ব্বোচ্চ সন্মান ছিল। কিন্তু তবুও কেন যে লোকেরা কৃষ্ণকে প্রভু বলে ? যেহেতু ওনাকেও ভগবান ভাবে। গীতার ভগবান (শিববাবা) সবাইকে সদগতি প্রাপ্তি করান,

অথচ সেক্ষেত্রেও কৃষ্ণের নাম লেখা হয়। আর এই কারণের কৃষ্ণের এত সন্মান। তারা কখনও কৃষ্ণকে কালো (পতিত) বলে আবার কখনও ফর্সা (পবিত্র) বলে, আবার কখনও শ্যাম-সুন্দরও (পতিত-পবিত্র) বলে। কৃষ্ণের চিত্রকে কী ভয়ঙ্কর বিদ্ঘুটে কালোও বানায়। তেমনি কলকাতার কালী-মাতাকেও বিদঘুটে কালো বানায়। তার (কালী মন্দিরের) আশে-পাশে এখানে-ওখানে চর্তুদিকে এমন আরও কত কালী-মন্দির রয়েছে। আবার জগদম্বার চিত্রকেও কত প্রকারে বানানো হয়। তোমাদের বুদ্ধির তালা এখন খুলে গেছে, কিন্তু কে বসে বসে তাদেরকে এসব বোঝাতে যাবে। সদ-গুরু, সদ-বাবা, সদ-শিক্ষক - যিনি সদ ও প্রকৃত, যিনি সত্য বলেন ও সত্য জানেন। শিখদের 'গ্রন্থ সুখমনী'-তে যার এত মহিমা করা হয়েছে। উনিই এসে সেই সত্য-খন্ডের স্থাপনা করেন এবং মানুষদেরও সত্যবাদীতে পরিবর্তিত করেন। তাই তো তোমরা (বি কে) -রাও সত্য কথাই বলো। আর তাই তো শিখদের এসব বোঝানো কত সহজ ব্যাপার। যেহেতু তারা অকাল তখত্কে মানে। আর এই বাবা হলেন সত্ শ্রী অকাল। কিন্তু অন্যেরা তারা তো বেচারী, এসব কিছুই তাদের জানা নেই যে, সত্ শ্রী অকাল কোন তখতে (সিংহাসনে) বসেন। আত্মারা শরীররূপী তখতে বসে। বাবা এসেও সেই তখতেই বসেন। উঁনি সর্ব্বোচ্চ অকাল তখত। জ্ঞানসাগর বাবা সেখানে বসেই আমাদের মুক্তি আর জীবন-মুক্তির রাস্তা বলেন। তিনি যাবতীয় সব কিছুই ব্যাখ্যা করে বোঝান, কিভাবে ব্রহ্মতত্ব থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি আর তার আদি-মধ্য-অন্ত, যা অন্যেরা কেউই জানে না। জগৎ-সংসারে সবাই কেবল একে অন্যের খারাপের কথা ভাবার আনন্দেই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু তোমাদের আনন্দ কি সুন্দর ধরণের- তা ভাবো তো। যেহেতু তোমরা তো এখন মাস্টার নলেজফুল হয়ে গেছো। তোমরা এখন সর্ব-প্রকারের জ্ঞানই পেয়েছো। জানো তো, শিক্ষক যখন শিক্ষাদান করেন-শিক্ষার সাথে সাথে আশীর্ব্বাদও প্রদান করেন তিনি। যা চাইবার প্রয়োজন পড়ে না। শিক্ষকের কাজ পাঠ পড়ানো-আর শিক্ষার্থীর কাজ সেই পাঠ পড়ে তা গ্রহন করা। এটাই তোমাদের বুদ্ধিতে ভালভাবে থাকা উচিত। নাটকে যেমন প্রত্যেক পার্টধারীরই নিজের নিজের বুদ্ধি থাকে। আর অলৌকিক বেহদের এই প্রধান পার্টধারীকে দেখ-পরমাত্মা বাবা তিনি কিভাবে এসে এই জ্ঞান শোনান। যদিও এই জ্ঞানের পাঠের ক্ষেত্রেও অনেক বিঘ্নের সৃষ্টি হয়, অবলাদের উপর কত অত্যাচারও হয়। আবার কোনও পতি দেহত্যাগের পূর্বে তার স্ত্রীর জন্য ধন-সম্পদও রেখে যায়। সেক্ষেত্রে তাদের বাচ্চারা যদি হতভাগা হয়, তারা তাদের মা-কে দুঃখই দিয়ে থাকে। ব্রহ্মাবাবা স্বয়ং এর অনুভবী। তাই শিববাবা এই অনুভবী রথেই অধিষ্ঠান করেছেন। যদিও অন্যেরা তাকে (ব্রহ্মাবাবাকে) গেঁয়ো বলে। তেমনি কৃষ্ণও সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিল। অথচ কৃষ্ণের বেলায় কিন্তু তা বলে না। গৌরবর্ণ কৃষ্ণ খুবই সৌম্য ছিল, যিনি বৈকুন্ঠের মালিক ছিলেন। উনিই আবার যখন কালো (পতিত) হয়ে পড়েন, তখন গেঁয়ো হয়ে যান, অর্থাৎ গ্রামে বাস করতে থাকেন। অতএব তার অন্তিম জন্মে, ব্রহ্মাবাবা তো গ্রামেই থাকবেন, যা তোমরাও জানো। ব্রহ্মাবাবা নিজেও আশ্চর্য হয়ে যান, কি ছিলেন-আর কি হয়ে গেলেন। বাবা এখন তা বুঝতে পারছেন শ্রীমৎ পাঠের দ্বারা। তোমরাও সেই ভাবে বুঝতে পারবে। সত্যি, কি আশ্চর্য্যের। কত বিশাল ধন-সম্পত্তির মালিক ছিল যে, আজ তার কত সাধারণ অবস্থা। যখন থেকে মানুষেরা কাম-চিতায় চড়তে শুরু করেছে, তখন থেকেই তাদের অধঃপতন শুরু হয়েছে। এখন তোমরা বুঝতে পারছো, কৃষ্ণকে কেন গেঁয়ো বলা হয়েছে। বাবা স্বয়ং নিজেকে তা বলেন, পূর্বে উনি কি ছিলেন-এখনই বা কি। -ততত্বম্ (তুমিও তাই) ! এবার তো তোমরা বুঝতে পারছ, লোকেরা কোথাকার কথা-কে কোথায় নিয়ে গেছে। শ্যাম-সুন্দরের অর্থও এখন বোধে এসেছে নিশ্চয়। ব্রহ্মাবাবা জানাচ্ছেন, উনিও পূর্বে এ রকমই ছিলেন। উনিও ৮৪-জন্মের চক্র অতিবাহিত করেছেন। নাটকের এখন অন্তিম পর্ব, যা শেষের মুখে। এখন নিজেদের ঘরে ফেরার পালা। এ খুবই সহজ

কথা। তাই শিববাবা বলছেন- "একমাত্র আমাকেই স্মরণ করতে থাকো, আর আমার আশীর্ব্বাদী-বর্ষাকে। অন্যদেরকেও এই দিশা দেখাও। জ্ঞানের আলো তো সদগুরু দিচ্ছেন, কিন্তু অজ্ঞানীরা অন্ধকারেই বিনাশ হবে। জ্ঞানের এই প্রসংশা কত সুন্দর। আধারের পরেই তো আলোর প্রকাশ ঘটে। যা ব্রহ্মার রাত আর দিন। এই সব রহস্যগুলি তোমাদের বুদ্ধিতে এখন তো আছেই। তোমরা এটাও বিলক্ষণ জানো যে, তোমরা এখন সঙ্গমযুগে অবস্থান করছো। সবারই এখন নিজের ঘরে ফেরার সময় এসে গেছে। তাই তো একমাত্র জ্ঞানসাগর বাবা স্বয়ং তোমাদের সামনে বসে, ব্রহ্মার এই শরীরে অবস্থান করে, ব্রহ্মার মুখ দ্বারা বাচ্চা বাচ্চা বলে তা শোনাতে থাকে। আর সাথে সাথে এই ব্রহ্মাও মাস্টার জ্ঞানসাগরে পরিণত হয়। যেহেতু জ্ঞানসাগর পতিত-পাবন এই শরীরে অধিষ্ঠান করেন- এসব তিনি নিজেই বলেন। তা না হলে আর কার শরীরকেই বা রথ বানাবো, যাকে ব্রাহ্মণ বানাতে হবে এবং জ্ঞানও দিতে হবে। আমি তো আর ষাঁড়ের শরীরে অবস্থান করতে পারি না। আজকাল তো আবার লোকেরা ষাঁড়ের মাথার উপর শিবলিঙ্গও বনিয়ে রাখে। সেক্ষেত্রেও তো ব্রহ্মণের প্রয়োজন। সেখানে তখন ব্রহ্মণ আসবে কোথা থেকে ? তখন তো কোনও ব্রাহ্মণকেই আবার পোষ্য নিতে হবে। তোমরা এখন ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হয়েছো- এরপর আবার দেবতা, ক্ষত্রিয়..... হবে। যা জগতের ব্রাহ্মণদের কথা নয়। তারা তো (গর্ভের জন্মসূত্রে) কুখ (কোলের) বংশাবলী। আর তোমরা হলে মুখ (দত্তক) বংশাবলী ব্রাহ্মণ। লোকেদের স্পষ্টরূপে তা বোঝাতে পারো-একমাত্র এই ব্রহ্মার দ্বারাই স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা হয়। জগতের ব্রাহ্মণরা তো তা জানেই না। এই বিশেষ জ্ঞান তারা পাবেই বা কোত্থেকে ? তাই তো বাবা খুব পরিস্কার রূপে এসবের ব্যাখ্যা করে বোঝান- বাচ্চারা, যতটা সম্ভব, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি যেন না হয়। শরীর নির্বাহের জন্য চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য তো করতেই হবে। তাছাড়া অন্য সময়ে, যখনই সময় পাবে, তোমরা তোমাদের অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করতেই থাকবে। বাবাও যে তার বাচ্চাদেরকে খুবই ভালবাসেন। ব্রহ্মাবাবারও বন্ধু-বান্ধব অনেক ছিল। কিন্তু তাদের সবার থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে এই এক শিববাবার সাথে কি সুন্দর ভালবাসা গড়ে উঠেছে। বাবা নিজেও তেমনি সেবাধারী বাচ্চাদেরকে বুকে টেনে নেন। এমন অনেক সুপুত্র আছে, যারা খুব মন দিয়ে সেবার কাজ করে। তারা অন্ধের যষ্ঠির মতন বাবার সহযোগী হয়। তারা দুঃখীদের সুখধামের মালিক হতে সাহায্য করে। এমন বাচ্চাদের কাছে বাবাও সমর্পিত হয়ে পড়ে। বাবা নিজের সুখের কথা না ভেবে, বাচ্চাদের সুখের কথাই চিন্তা করেন। যেহেতু ওনাকে তো মুক্তিধামে যেতেই হবে। তাই বলেন- নাটকে যে তোমাদেরই এই পার্ট। বৈকুন্ঠের মালিকও তো বাবা হন না। বৈকুন্ঠের মালিক হয় বাবার সন্তান-সন্ততিরা অর্থাৎ বি কে-রা। সেই সময় ওখানকার আত্মারা গোরা অর্থাৎ সতোপ্রধান পবিত্র হয়ে রাজ্য করতে থাকে, যা পরে তা হাতছাড়া হবার ফলে কালোতে (পতিত) পরিণত হতে থাকো ধীরে ধীরে। কালা আর ধলা (গোরা) -কথার অর্থটাও কি সুন্দর। ব্রহ্মাবাবা এমন চিত্রও বানিয়েছেন- শ্যাম আর সুন্দর আর তার ৮৪ জন্মের কাহিনী। আবার এই সময়ে সে (কৃষ্ণ) বাবার কাছে রাজযোগের শিক্ষাও নেন। অথচ লোকেরা কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলে, সে জন্ম-মৃত্যু রহিত। কৃষ্ণের ৮৪ জন্মকে তোমরা প্রমাণ করে দেখাতে জানো, তাই তারা চিত্রের সেই অংশটাকে কেটে দিয়ে, চিত্রের কৃষ্ণের ছবির অংশটুকুই টানিয়ে রাখে। সত্যি, কি বিচিত্র লোকেদের বুদ্ধি! অন্যের বুদ্ধিকেও কিভাবে পাল্টে দিতে পারে! কিন্তু তোমাদের বুদ্ধি তো এখন পাল্টানোই আছে। তোমরা এও জানো যে, এই দুনিয়া এখন শেষের অপেক্ষায়। তোমরা তাদেরকে এও বোঝাতে সক্ষম, এই যে এত সব বোম্ব-মিশাইল ইত্যাদি বানানো হয়েছে- পূর্বেও এভাবেই সৃষ্টির বিনাশ হয়েছিল। তবুও এসব কেন বানাচ্ছো তোমরা ? তা কেবল সময়ের অপচয়ই হচ্ছে। যত ভাবেই বাঁচার চেষ্টা করো না কেন,

কিন্তু মরণ যে সবার জন্যই অবধারিত এবং অনিবার্য্যও বটে। আর সেই নিমিত্তেই এই সব ভয়ঙ্কর বোম্ব-মিশাইল ইত্যাদি লাগাতর বানিয়েই চলেছে। সত্যি দুনিয়ার কি নিদারুণ হাল! খুবই অল্প সময় অবশিষ্ঠ। মৃত্যু এল বলে। সবারই দেহ, ধন-সম্পদ, ইত্যাদি যা কিছু আছে, সবকিছু মাটিতেই মিশে যাবে- ঠিক যেমননটি হয়েছিল কল্প পূর্বে। তখন সব আত্মারা বাবার কাছে গিয়ে হাজির হবে আর আমরা বি কে আত্মারা নিজেদের রাজ্যের রাজধানীতে পৌঁছে আনন্দে নৃত্য করতে থাকবো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের বুদ্ধিকে সদা জ্ঞানে পরিপূর্ণ রাখতে হবে। বাবার থেকে আশীর্ব্বাদ বা কৃপা চাইবার বদলে জ্ঞানের পাঠের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিলে নিজেই নিজের উপর কৃপা করা হবে।

২) দুঃখীদের সুখধামের মালিক বানাবার সেবা করতে হবে। এমন সুপুত্র সেবাধারী হতে হবে, যাতে বাবাও তোমার প্রতি সমর্পিত হয়ে যান।

বরদান:- সহযোগীর (কম্প্যানিয়ন) সাথে নিজেকে সংযুক্তরূপে (কম্বাইন্ড) অনুভব করতে সক্ষম স্মৃতি-স্বরূপ আত্মা হও।

বিস্তার:- কোনও কোনও বাচ্চা বাবাকে নিজের সহযোগী বানায়, কিন্তু সেই সহযোগীকে সংযুক্তরূপে এমন ভাবে অনুভব করো যাতে তা পৃথক হতে না পারে। কারও এমন শক্তি নেই যে, আমার সংযুক্ত রাপকে পৃথক করতে পারে, এমন অনুভব বার বার স্মৃতিতে আনতে আনতে তা স্মৃতি-স্বরূপ হয়ে যাবে। যত বেশী সংযুক্ত রূপের অনুভব বাড়াতে পারবে, ব্রাহ্মণ জীবন ততই বেশী প্রিয় ও মনোরঞ্জক অনুভব হবে।

স্লোগান :- দৃঢ় সংকল্পের বেল্ট বাঁধা থাকলে তোমার আসন থেকে কেউ নড়াতে পারবে না।